উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২৩ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

- বর্ষ ২০২৪
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি- মার্চ

ঘাসফুল আয়োজিত "নতুন শিক্ষাক্রমের রূপকল্প ও বাস্তবায়নের চালেঞ্জ" শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরীতে শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নযোগ্য পরিবর্তন জরুরী

এবং নাগরিকসমাজকে নিয়ে মত বিনিময় ও মত প্রকাশের বিভিন্ন সেশন হওয়া দরকার। আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ উন্মুক্ত থাকলেই ক্রমে নির্বিচার নিন্দা বা স্তুতির পরিবর্তে গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। সেটি অত্যন্ত জরুরি। টেলিভিশিনসহ সবরকম গণমাধ্যমে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সহজ ভাষায় বিস্তারিত প্রচারণা চালাতে হবে। বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত ও জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু "নতুন শিক্ষাক্রমের রূপকল্প ও বাস্তবায়নের চালেঞ্জ" শীর্ষক ঘাসফুল আয়োজিত গত ০৯ মার্চ অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে বক্তারা এ অভিমতগুলো প্রকাশ করেন।

ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ও চবি সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় ও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

নতুন শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরী, যাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরী করা যায়। এটি বৈশ্বিক কালান্তর। নতুন শিক্ষাক্রমের রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো পরিপূর্ণ প্রস্তুত নয়।এটা উচ্চবিলাসী পরিবর্তন, বাস্তবায়ন সক্ষমতাও প্রশ্নাতীত নয়। পাঠ্যক্রমে আমাদের সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিষয়টা গুরুত্ব দিতে হবে। মূল্যায়নসহ নানা সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শহর ও গ্রামের সরকারি কিংবা প্রাইভেট স্কুল/মাদ্রাসাগুলোতে বৈষম্য দূরীকরণ, গবেষণাগার, খেলার মাঠ, ডিজিটাল লাইব্রেরী স্থাপন, অডিও-ভিডিও টুলসসহ নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন সক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করাসহ পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক, প্রশিক্ষক তৈরী করতে হবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলোতেও আরো সংস্কার আনতে হবে। পাঠ্যবইতে প্রতিবন্ধী উপযোগী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের যোগান দিতে হবে, গাইডবই, কোচিং বন্ধে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। বর্তমানে সারাদেশে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্যের বাজার। নতুন শিক্ষানীতির পরিকল্পনা, নানা তথ্য-উপাত্ত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রচার প্রচারনা বাড়াতে হবে। মূল প্রবন্ধে জনাব আবুল মোমেন বলেন, নতুন এই পদ্ধতি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা' (Competency based experimental learning) অর্জনে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, এনজিও

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নসহ নানা সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণ, পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক, প্রশিক্ষক তৈরী করতে হবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলোতেও আরো সংস্কার আনতে হবে। পাঠ্যবইতে প্রতিবন্ধী উপযোগী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের যোগান দিতে হবে, গাইডবই, কোচিং বন্ধে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। বর্তমানে সারাদেশে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্যের বাজার। নতুন শিক্ষানীতির পরিকল্পনা, নানা তথ্য-উপাত্ত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রচার প্রচারনা বাড়াতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরীতে শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নযোগ্য পরিবর্তন জরুরী... ১ম পৃষ্ঠার পর

সভাপতির ভাষণে ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা;০৪ -এ বর্ণিত মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সবার জন্য শিক্ষা রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পূরণে আরো যত্নশীল হতে হবে। শিক্ষাখাতে কোন মেগা প্রকল্প নেই। বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্ধ জিডিপির মাত্র ১.৭৬ শতাংশ অথচ ইউনেস্কো এবং বিশ্ব শিক্ষা ফোরামের সুপারিশ হচ্ছে শিক্ষাখাতে বাজেটের ৪-৬ শতাংশ বরাদ্দ রাখা। লক্ষণীয় সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি কম থাকায় শিক্ষাখাতে ১২হাজার ৫শত কোটি টাকা ও স্বাস্থ্যখাতে ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কমেছে। উল্লেখ্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপির ১ শতাংশেরও কম। এখানে বাস্তবায়নের সক্ষমতার প্রশ্নটিও এসে যায়। শিক্ষাখাতে পরিবারের অর্থ যোগানে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ; বাংলাদেশ ৭১%, নেপাল ৫০% এবং পাকিস্তান ৫৭%। ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক ছিলেন ইমেরিটাস প্রফেসর ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য জনাব ড. এম. এ, সাত্তার মন্ডল, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিশু বিকাশ নেটওয়ার্ক (বিইএন) এর সভাপতি ও ইমেরিটাস প্রফেসর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ড. মনজুর আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড.এ.এফ. ইমাম আলী, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর হান্নানা বেগম, স্বর্ণভূমি উন্নয়ন সংস্থা দিনাজপুরের নির্বাহী পরিচালক সারা মারান্ডি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (বাকবিশিস) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও বিজয় স্মরণী কলেজ-চট্টগ্রাম এর অধ্যক্ষ (অবঃ) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, চট্টগ্রাম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উত্তম খিসা, গহিরা এফ.কে.জামেউল উলুম বহুমুখী কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন আল কাদেরী, কাটিরহাট হাই স্কলের প্রধান শিক্ষক শিমুল মহাজন, মেরণ সান স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. সানাউল্লাহ,ঢাকা কেরানীগঞ্জ চুনকুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহিনুর আল-আমীন,নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাঃ তৈয়বর রহমান, শাংসৈইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যলয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নাসরিন সুলতানা, কোডেক এর উপপরিচালক কমল সেন গুপ্ত, জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিত্ব ভাস্কর ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সমন্বয়ক সাফিয়া সামী ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক প্রতিনিধি সাবেরা নাসরিন। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, স্বনামধন্য শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, প্রশিক্ষক, উন্নয়নকর্মীসহ বিভিন্নস্তরের ব্যক্তিত্ব সংযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাটি প্রচারের লক্ষ্যে পুরো অনুষ্ঠানটি ঘাসফুল ফেইসবুক পেইজে সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করা হয়। **ওয়েবিনারে বক্তাদের মতামতের ভিত্তিতে ওয়েবিনারে ১০টি সুপারিশমালা গৃহীত হয়।**

সুপারিশমালা সমূহ:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে শহর ও গ্রামের সরকারি কিংবা প্রাইভেট স্কুল/মাদ্রাসাগুলোতে সমানভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাবরেটরি স্থাপন, গবেষণাগার, খেলার মাঠ, পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিশেষ বই পড়ার ব্যবস্থা করা, দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা, ডিজিটাল লাইব্রেরী স্থাপন, অডিও-ভিডিও টুলসসহ নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করে ওয়েলইকুইপট করা। অভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা বৈষম্য দূর করতে হবে।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত অনেক বেশি, তা যৌক্তিক করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বাড়াতে হবে এবং তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও অব্যাহতভাবে প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের যোগ্যতার যথার্থ মূল্যায়ণসহ যথাযত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যবইয়ের কন্টেন্টগুলোতে ও আরো সংস্কার আনতে হবে। পাঠ্যবইতে প্রতিবন্ধী উপযোগী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে কিন্ত তাদের পরিবারের আয় বাড়েনি-বিষয়টি সমাধানেও পরিকল্পনায় রাখতে হবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি যুগোপযোগী করতে হবে, যাতে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী হয়ে উঠে।

৪. আমাদের শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী মানব সম্পদ তৈরীতে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নতুন শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপ্তি ব্যাপক। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে শিক্ষায় মেগা প্রকল্পের মতো বড় প্রকল্প হাতে নিতে হবে এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবে রূপ দিতে সময় ও সুযোগ দেয়ার মতো সকলের মানসিকতা ও তৈরী করতে হবে।

৫. শিক্ষক নির্দেশিকা বাস্তবায়ন দুরূহ, যা আরো সহজ ও বোধগম্যভাবে তৈরী করা প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের নতুন রূপকল্প সম্পর্কে ধারণায়ন, সচেতনতা, অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কে উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. মূল্যায়নের ধারণা অস্পস্টঃ চর্তুভূজ, বৃত্ত ও ত্রিভুজ। মূল্যায়ন পদ্ধতি রিভিউ'র মাধ্যমে মূল্যায়নের ধারণা আরো বোধগম্য ও কার্যকর করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরী করা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য দলীয় কার্যক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আরো অংশগ্রহণমূলক করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। ভৌত অবকাঠামোগত সংস্কার জরুরী।

৭. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, বৈশ্বিক চাহিদার আলোকে নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি/এইচএসসি উত্তীর্ণদের ভর্তি, পড়াশোনা ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা/রূপরেখা তৈরী প্রয়োজন।

৮. আমাদের পাঠ্যক্রমে বৈশ্বিক জ্ঞান ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা বাড়াতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন রেফারেন্স বই পাঠ নিশ্চিত করতে গাইডবই, কোচিংবন্ধে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে।

৯. নতুন শিক্ষানীতির পরিকল্পনা, নানা তথ্য-উপাত্ত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কীভাবে বাস্তবায়নযোগ্য তার বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীমহোদয় ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন বা আরো বিভিন্ন উপায়ে জনসম্মুখে তুলে ধরা।

১০. নতুন শিক্ষক্রম বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা দরকার।

ঘাসফুল মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায়

দেশের বিভিন্ন জেলায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

পটিয়া'র কালারপোল এলাকায় কম্বল বিতরণ

পটিয়া কালারপোল এলাকায় সবুজবাগ স্কুল প্রাঙ্গণে গত০৩ জানুয়ারী উঢওগ ব্যাংক পিএলসি'র সহায়তায় চল্লিশজন দরিদ্র শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণকালে উঢওগ ইঅঘক, শান্তিরহাট শাখার ব্যবস্থাপক ও এভিপি ও কাজী ওমর এলাহী, ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, এরিয়া ম্যানেজার (গঋ) নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক সৈয়দ মনছুর আলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পটিয়া'র লাখেরা লালপোল এলাকায় কম্বল বিতরণ

পটিয়া'র লাখেরা লালপোল এলাকায় গত ২৮ জানুয়ারী কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি'র সহায়তায় ৪৩টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেনসংস্থার পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান ও কালারপোল শাখার ব্যবস্থাপক সৈয়দ মনছুর আলী।

পটিয়া সদরে কম্বল বিতরণ

চট্টগ্রামের পটিয়া সদর এলাকায় গত ২৩ জানুয়ারী কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি'র সহায়তায় ঘাসফুলের উদ্যোগে,ঘাসফুল, পটিয়া সদর শাখার মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের মাঝে ৯৬টি কম্বল বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল এর অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মারুফুল করিম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি এর হেড অব ব্রাঞ্চ ইমরান হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল'র প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক শাপলা দাশসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

আনোয়ারা উপজেলায়কম্বল বিতরণ

গত ১৮ জানুয়ারী কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি এর সহায়তায় ঘাসফুলের উদ্যোগে আনোয়ারা উপজেলায় অবস্থিত ঘাসফুল আনোয়ারা শাখার মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের মাঝে ১৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান ও ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আনিসসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

কক্সবাজার জেলার উখিয়া কুতুপালং, পিওক পাড়া ও পৌরসভার নাজিরারটেক এলাকায় কম্বল বিতরণ

ঘাসফুল মানবিক সহায়তা কার্যকমের আওতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া কুতুপালং, পিওক পাড়া, পৌরসভার নাজিরারটেক এলাকা এবং চৌফলদন্ডি রাখাইনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে গত২৪ জানুয়ারীমোট চারটি স্পটে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম মাজেদুর রহমান এর আর্থিক সহায়তায় প্রাপ্ত মোট ১২১টি কম্বল দু:স্থ শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুলআয়োজিত এসব কম্বল বিতরণ অনুষ্টানে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সময় তিনি স্থানীয় রাখাইন সম্প্রদায় ও অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন। কম্বল বিতরণ অনুষ্টানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক মানবিক সহায়তা কর্মসূচি'র আর.এম. রহিমা বেগম ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মোঃ নুরুল হক ও বাবুল বড়ুয়া। নাজিরারটেক এলাকায় উপস্থিত ছিলেন এলাকা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি আক্তার হোসেন ও পপি'র প্রকল্প অফিসার জহির হাসান, তনিমুল ইসলাম সর্বশেষ চৌফলদন্ডী দক্ষিণ রাখাই পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালরয়র প্রধান শিক্ষক শাহিনা আক্তার, ১ নং ওয়ার্ড এর মেম্বার উছাচিং উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য উখিয়া বড়ুয়া সম্প্রদায়, নাজিরারটেক-এ শ্রমজীবী শিশু এবং চৌফলদন্ডী এলাকায় রাখাইন সম্প্রদায়ের মাঝে এসব শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়।

নওগাঁ জেলার বিভিন্নস্থানে ঘাসফুলের কম্বল বিতরণ

নিয়ামতপুরে কম্বল বিতরণ

ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ২১ জানুয়ারী শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের দুস্থ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৩০০জন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল'র এলাকা ব্যবস্থাপক মো: আনোয়ার হেসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

পোরশা উপজেলায় আদিবাসী'র মাঝে কম্বল বিতরণ

নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলায়ঘাসফুল এর উদ্যোগে গত ১৫ জানুয়ারী শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের সহায়তায় সংস্থার সরাইগাছি শাখার মাঠপর্যায়ের আদিবাসী সদস্যদের মাঝে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোরশা উপজেলার চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শাহ মনজুর মোরশেদ চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিম, শাখা ব্যবস্থাপক মো: সামিউল বাসার প্রমুখ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জনাচোলে এক'শ জন আদিবাসীদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঘাসফুলের উদ্যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায়গত ১৬ জানুয়ারী শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের সহায়তায় ঘাসফুল নাচোল শাখার মাঠ পর্যায়ের আদিবাসী সদস্যদের মাঝে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ জোনের সহকারি পরিচালক সাইদুর রহমান খান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাচোল মহিলা কলেজের প্রভাষক নুর কামাল। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল, নাচোল শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মাজেদ মিয়া ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় আদিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অংশহিসেবে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শীতার্ত এবং আদিবাসীদের মাঝে মোট ৯৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের প্রতি ঘাসফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি

একুশের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ব্যানার, ফেষ্টুন প্রদর্শনসহ জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে ঘাসফুল পরিচালিত চট্টগ্রাম, ঢাকা ও নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সকল স্কুল, পাঠদান কেন্দ্র ও শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা সভা, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম-ঢাকা এর সুপারভাইজার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুল কর্মকর্তারা সংস্থার পক্ষ থেকে একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় ঘাসফুল কর্মকর্তাগণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রভাত ফেরিতেও অংশগ্রহণ করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল পরিবারের পক্ষে ২৬ মার্চ বর্ণাঢ্য র‍্যালিসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হয়।

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিন উপলক্ষে ঘাসফুল এর পক্ষে ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংস্থার উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এ সময় ঘাসফুল কর্মকর্তাগণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজনে অংশ নেন। জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিন উপলক্ষে একইদিনে প্রধান কার্যালয়ের পক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও এমআরএ গঠিত ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক জেলা সমন্বয় কমিটির আয়োজনে অংশগ্রহণ করে এবং সংস্থার পক্ষে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশ নেন। এতে অংশ নেন ঘাসফুল কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, আবদুর রহমান, এসএস মোহাম্মদ হৃদয়, মোহাম্মদ আমির হোসেন প্রমুখ।

"সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

১৪ ফেব্রুয়ারি সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর যৌথ উদ্যোগে "সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব মো: খায়রুল আলম সেখকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ঘাসফুল, ঢাকা আদাবর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থশ্রেণীর শিক্ষার্থী নাফিজা আকতার ও পাপিয়া আকতার। অনুষ্ঠানে শিশু প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী পাপিয়া আকতার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল, ম্যাভ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার ইমাম মাহমুদ রিয়াদ ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এর চেয়ারপার্সন মোঃ মাহবুবুল হকসহ ঘাসফুল ঢাকা শিক্ষা কর্মসূচির কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ। উল্লেখ্য এ সময় শিশুরা সম্মানিত অতিথিদের শিশুশ্রম বিষয়ক ঘাসফুলের গবেষণা প্রতিবেদন ও সমসাময়িক বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন ভাবনা বই উপহার প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ উৎসবের নয়, সংগ্রামের প্রতীক

আন্তর্জাতিক নারী দিবস জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রায়এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য হলো 'নারী-দের জন্য বিনিয়োগ করুন : অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন' (Invest in women: Accelerate progress)। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য হল 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।'

এই প্রতিপাদ্য বিশ্বব্যাপী নারী ও কন্যাশিশুরা যে সার্বক্ষণিক বৈষম্য ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা মোকাবিলায় সম্মিলিত পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। থিম বা প্রতিপাদ্যটি নারীর ক্ষমতায়নে বিনিয়োগের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছে। নারীদের সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাব-নাকে বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কেবল একটি দিনের উদযাপন নয়, বরং নারীদের সমতা, ন্যায়বিচার, এবং অধিকারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলা সংগ্রামের স্বাক্ষর। নারী দিবস কোন পণ্য বা পণ্যের বিজ্ঞাপনের অংশ নয়! এটা একটি সংগ্রামেরপ্রতীক, যার উৎপত্তি হয়েছিল আমেরিকার হাজার হাজার নারী শ্রমিকের রক্তাক্ত ইতিহাস থেকে। সে ইতিহাসকে স্মরণ রেখে ও ধারণ করার মাধ্যমেই আজকের সময়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নিতে হবে। নারী দিবস কোন অলংকার নয়, এটি বিশ্বব্যাপী নারীদের সমৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামের হাতিয়ার।

১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম পালিত হয়। এটি ছিল সোশ্যালিস্ট পার্টির আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান, যা ১৯০৮ সালের গার্মেন্টস শ্রমিকদের ধর্মঘটের স্মরণে পালিত হয়েছিল। এই ধর্মঘটে হাজার হাজার নারী কর্মী কর্ম-পরিবেশের নাজুক অবস্থা, কম বেতন, দীর্ঘ কর্মঘন্টা এবং ভোটাধিকারের দাবীতে রাজপথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের শুরুর দিকে, নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অবিচারের শিকার ছিল। তাদের ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, কর্মক্ষেত্রে সমতা, এবং পুরুষদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য নারীরা বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করে।

পরবর্তী বছর, ১৯১০ সালে, ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে নারীদের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর উঠে আসে। বিশ্বব্যাপী নারীদের সমান অধিকার ও ভোটাধিকার প্রচারের জন্য একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল, যা নারীদের অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের স্বীকৃতির পর থেকে, ৮ মার্চ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি স্মরণীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘের মতে, লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর মঙ্গলকে এগিয়ে নেওয়া শুধু

নৈতিক কর্তব্য নয়, বরং সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং সুস্থ গ্রহের জন্যও অপরিহার্য। জেন্ডার বৈষম্য এবং দারিদ্র্য মোকাবেলায় ব্যাপক কৌশল প্রয়োজন, যা নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নারীদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলে এবং বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। নারীরা প্রায়শই নিম্ন-বেতনের কাজে নিয়োজিত থাকে এবং অবৈতনিক পরিচর্যার কাজের বোঝা বহন করে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণও সীমিত।

নারীদের জন্য বিনিয়োগ করুন: অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন এই আহ্বানটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল ভাব। বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সরকার এবং সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং চ্যালেঞ্জগুলিকে সুযোগে রূপান্তর করতে হবে। বৈশ্বিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, নারীদের জন্য বিনিয়োগ শুধুমাত্র একটি মহৎ প্রচেষ্টা নয়, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিস্থাপক এবং টেকসই সমাজ গড়ে তোলার জন্য একটি কৌশলগত আবশ্যক। লিঙ্গসমতার ঘাটতি মোকাবিলা করা এবং নারীদের জন্য কৌশ-লগত বিনিয়োগ এই দুটি বিষয়ের মাধ্যমে আমরা একটি উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি। এমন একটি ভবিষ্যত যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি, লিঙ্গ নির্বিশেষে, উন্নতি করতে পারে এবং মানবতার উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। ঘাসফুল অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। একজন নারীই সৃষ্টি করেছে ঘাসফুল, যার মাধ্যমে বর্তমানে লক্ষ নারী সেবা পাচ্ছে: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সামাজিক মর্যাদার, সচেতন হচ্ছে সমৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

প্রিয়সুধী,

ঘাসফুল ও আরডিআরএস বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন!

উপস্থিত আজকের সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি ও দ্বিতীয়বারে নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ আহম্মেদ, আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব ইমতিয়াজ মোরশেদ, এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অতিরিক্ত কমিশনার (ভূমি) জনাব রুপম দাস এবং ECCCP-Drught প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং ব্যবস্থাপক (এনভারেন্টমেন্ট ও ক্লাইমেট চেঞ্জ) পিকেএসএফ জনাব মো রবিউজ্জান এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি ড. এ কে এম সালাউদ্দিন, টীম লিডার (এগ্রিকালচার ক্লাইমেট চেঞ্জ); সভায় উপস্থিত নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি, এলজিইডি, পাবলিক হেলথ, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ণ প্রকল্প অফিসের সম্মানিত কর্মকর্তা বৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়গণ এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ, এবং উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ ও সম্মানিত সুধী।

আসসালামুআলাইকুম এবং আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করবেন। আশা করি সকলেই ভালো আছেন এবং আপনাদের সদয় উপস্থিতি আমাদের আজকের এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে বলে আশা করি।

আপনার অবগত আছেন যে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে এক কোটি নব্বই লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা করে অভিযোজন সক্ষম এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকরণ অন্যতম। যার ধারাবাহিকতায় United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Green Climate Fund (GCF) - এর অর্থায়নে পিকেএসএফ "Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী এই তিনটি জেলার মোট ১৪টি উপজেলায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফএর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় ০৪টি করে মোট ০৮টি ইউনিয়নে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে খরা মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানিক ও কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; সেচ ও খাবারের পানির জন্য ভূ-পৃষ্ট ও ভূ গর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাদ ও পুকুর ভিত্তি ম্যানেজড অ্যাকুইফার প্রতিষ্ঠা করা এবং পুকুর ও খাল পুনঃখনন করা এবং টেকসই কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে খরা সহিষ্ণু জীবিকায়ন এর লক্ষে খরা সহনশীল ফসল ও ফলের চাষ সম্প্রসারণ করাসহ প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সহনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঘাসফুল ও আরডিআরএস বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটির কার্যক্রম গুলি অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এই সভার আয়োজন এবং আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে ধন্য করেছে এবং সেই সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম গুলি আগামী দিন গুলোতে সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। আমি আশাবাদী যে, সভায় আপনারা সার্বিক পরামর্শ প্রদান করে আমাদের পাশে থাকবেন যাতে করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই বরেন্দ্র অঞ্চলের নিয়ামতপুর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সমস্যাগুলি পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেটি এই এলাকার জনসাধারণের উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করি।

এ পর্যায়ে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই বিগত ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে ঘাসফুল নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেরায় বিশেষ করে নিয়ামতপুর উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ বান্ধব উপায়ে আম চাষ সম্প্রসারণ, পারিবাবিক পরিবেশে পালক অভিভাবকের দ্বারা এতিম শিশুদের লালন-পালন এবং প্রাকৃতিক দূয়োর্গের সময় শীত বস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠায় নিয়ামতপুর উপজেলার সকল সরকারি দপ্তর, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন প্রতিনিধিগণ ঘাসফুলের পথ দীর্ঘ পথ চলায় সব ধরনের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছেন এবং আগামী দিন গুলোতেও আমাদের পাশে থাকবেন এই প্রত্যাশা কামনা করি।

আমি আমন্ত্রিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ এবং আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

পিকেএসএফ আয়োজিত 'সুপণ্য সমাহারঃ
পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র উদ্যোগ মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ-এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর আয়োজনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত নিরাপদ পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তিনদিনব্যাপী 'সুপণ্য সমাহারঃ পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র উদ্যোগ মেলা ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

ঘাসফুল বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে।ঘাসফুল এর স্টল পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন, পিকেএসএফ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ সময় তাঁদের স্বাগত জানান সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশগত শ্রেষ্ঠ অনুশীলন রপ্তকরণের মাধ্যমে উন্নতমানের মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৮ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' বাস্তবায়ন করে আসছে।

ব্র্যাক মানবিক সংকট ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

গত ১৮ ফেব্রুয়ারীকক্সবাজারস্থ হোটেল সিগালএর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিতব্র্যাক মানবিক সংকট ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিআয়োজিত মতবিনিময় সভায়ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে।সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলেরসিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ্ ও অন্যান্য এনজিও নেতৃবৃন্দ।

দিবস উদযাপন

জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন

সমাজসেবায় গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে গত ২রা জানুয়ারী জেলা সমাজসেবা কার্যালয় প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো 'সমাজসেবায় গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ'। সমাজসেবার সকল আয়োজনে ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং মেলায় একটি স্টলের মাধ্যমে সংস্থার চলমান কার্যক্রম তুলে ধরে। ঘাসফুল এর স্টল পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক নাজমুল ইসলাম। এসময় সংস্থার সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অতিথিদের স্বাগত জানান এবং ঘাসফুল এর বিভিন্ন প্রকাশনা সম্বলিত গিফট বক্স উপহার প্রদান করেন। দিনব্যাপী দর্শনার্থীরা ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগী সদস্য উৎপাদিত পণ্য সর্ম্পকে জানতে পারেন এবং ক্রয় করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

"সমঅধিকার-সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ"

ঘাসফুল অনেকক্ষেত্রে অনন্য। একজন নারীই সৃষ্টি করেছে ঘাসফুল। নারীদের অধিকার আদায়ে ঘাসফুল সবসময় সোচ্চার ছিল, আছে, থাকবে। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবক্ষেত্রে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তরা এসব কথা বলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "সমঅধিকার - সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ"। ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে দিবসটির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। এ সময় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণসহ ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার ও নারী লার্নারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রামজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-চট্টগ্রাম'র উপ-পরিচালক কার্যালয় সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভায়ঘাসফুলের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য ঘাসফুলের অভিনব উদ্যোগ:

বিশেষ মডেলের ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাধীন ৪নং নিয়ামতপুর ইউনিয়নের উত্তরবাড়ি এলাকায় গত ১২ মার্চঘাসফুলের উদ্যোগে এতিম ছেলেমেয়েদের নিরাপদ ও পারিবারিক আবহে ভরণ পোষণের লক্ষ্যে Foster Children Care Center আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এটি ব্যতিক্রমধর্মী এক উদ্যোগ। এতিম ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম ঘাসফুল এধরণের নতুন মডেলের কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরুকরে। মানবিক ও দরদি সমাজ গঠনে এই মহৎ কার্যক্রমে অর্থায়ন করছেন বিশিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও সমাজসেবী নেজবাথ মাসউদ (Nezbath Maswood)।

নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা পরিষদের সদস্য আলহাজ্ব আবেদ হোসেন মিলন। এসময় এতিম চারজন ছেলে এবং ছয়জন মেয়েসহ মোট দশজন শিশু, অভিভাবক, স্থানীয় এলাকাবাসী, ঘাসফুলের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও সমাজসেবী জনাব নেজবাথ মাসউদ (ঘবুনধঃয গধংড়িড়ফ) এর পরামর্শক্রমে এতিম শিশুদের লালন-পালনে ঘাসফুল দেশে প্রথম পরীক্ষামুলকভাবেএই বিশেষ মডেলের কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এতিম ছেলেমেয়েদের আগ্রহী পালিত পিতামাতার বাড়িতেই পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসায়লালন-পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১০জন এতিম শিশুকে (৪ জন ছেলে এবং ৬ জন মেয়ে) ১০ জন পালক পিতা-মাতার বাড়িতে লালনপালন করা হবে। পালক পরিবারকে শিশুদের আহার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বাবদ নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের এতিম শিশুরা যাতে মানসম্মত শিক্ষা হতে বঞ্চিত না হয়, এজন্য আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের জন্য একটি পাঠ সহায়তা কেন্দ্রও থাকবে। সেখান শিশুরা নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনের সুযোগও পাবে, যা তাদের সৃজনশীল ও মননশীল হতে সহায়ক হবে। সমাজে এধরণের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাইলটিং কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে সমাজসেবী জনাব মাসউদ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন। এটি মূলত তাঁর বাবা মায়ের স্নেহময় স্মৃতির জন্য উৎসর্গকৃত তহবিল থেকে পরিচালিত হবে। পাশাপাশি এ কার্যক্রমটি আরো বৃহৎ পরিসরে টেকসই হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যক্তি দাতা ফোরাম গঠনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

> এতিম ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঘাসফুল এধরণের নতুন মডেলের কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এতিম ছেলেমেয়েদের আগ্রহী পালিত পিতামাতার বাড়িতেই পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসায় লালন-পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১০জন এতিম শিশুকে (৪ জন ছেলে এবং ৬ জন মেয়ে) ১০ জন পালক পিতা-মাতার বাড়িতে লালনপালন করা হবে। পালক পরিবারকে শিশুদের আহার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বাবদ নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের এতিম শিশুরা যাতে মানসম্মত শিক্ষা হতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের জন্য একটি পাঠ সহায়তা কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে শিশুরা নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনের সুযোগও পাবে, যা তাদের সৃজনশীল ও মননশীল হতে সহায়ক হবে।

বই উৎসব

সারা দেশের মত নতুন পাঠ্যবই বিতরণ উৎসব গত ১ জানুয়ারী ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপ-নার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষকসহ অভিভাবকবৃন্দ।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা শহীদ মিনারে ফুল দিয়েশহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষেশিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে একুশে বই মেলা পরিদর্শনে যান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

১০৪ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির জনকের জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা। গত ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণে সকালে পতাকা উত্তোলন শেষে দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার সহ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষেসকালে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে প্রভাত ফেরী ও শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয় ।এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার ।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার ।

নিয়মিত কার্যক্রম

গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৯% । শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

ঢাকায় মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলিনিবেদন শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ।

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপন

২৬মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহান শহীদের স্মরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিনমাসেসংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম মোঃ মোশারফ হোসেন।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত জানুয়ারি মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টিশিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয়সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

লিড টীম লিডাদের ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত

শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে The Asia Foundation'র সহায়তায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ৬০টি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় এবং ঘাসফুল পরিচালিত ১১৬টি ফর্মাল ও নন-ফর্মাল স্কুলের Reading Champions Alliance প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এসব ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা Let's Read App ডাউনলোড করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১০ হাজারেরও বেশি আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক গল্পের বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রকল্পটি সুন্দর ও সফলভাবে পরিচালনা করতে গত ৩১ মার্চপ্রকল্পের লিড টীম লিডাদের এক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, রব্বানি বসুনিয়া, নাসির উদ্দিন, কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম ও লিড টিমের সদস্যবৃন্দ।

সভায় আলোচিত বিষয়গুলো সফলতার সাথে বাস্তবায়নে একইদিন সংস্থার ঢাকা অফিসে প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আরো একটি ওরিয়েন্টশন সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক। সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ০৩টি নির্বাচিত এলাকা; শ্যামলী, উত্তরা ও শনির আখড়া এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের চলমান কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ জানান, স্কুল ভিজিট চলাকালে তারা যখন "লেটস রিড" অ্যাপ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবহিত করছিলেন তখন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ও আগ্রহ লক্ষ্য করছেন।

সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও শিক্ষকগণ The Asia Foundation-র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, Let's Read App আমাদের শিশু কিশোরদের মনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমরা আশাবাদী।

জাতীয় সমাজসেবা দিবসে হাটহাজারীতে কম্বল বিতরণ ও প্রবীণদের ভাতা প্রদান

সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সমাজের নবীন ও প্রবীণের মাঝে সমন্বয় প্রয়োজন

"সমাজ সেবায় গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে ০২ জানুয়ারি হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে পিকেএসএফের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও ৭৫ জন প্রবীণের মাঝে কম্বল ও ৫২জনকে প্রবীণ ভাতা বিতরণ করা হয়।

গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এস. এম. সরওয়ার্দী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য পরভীন মাহমুদ এফসিএ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সমাজের দারিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত গরীব অসহায় মানুষদের সহযোগিতা এবং একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে আমাদের যুবা ও প্রবীণদের সমন্বয়ে মাদক, যৌতুক, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরী করতে হবে। একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সমাজের নবীন ও প্রবীণের মাঝে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান আলোচক হিসেবে গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান বলেন, ঘাসফুল দীর্ঘদিন যাবত অত্র ইউনিয়নে সমাজের অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল'র সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, হাটহাজারীর প্রেসক্লাবের সভাপতি বাবু কেশব কুমার বড়ুয়া, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার যথাক্রমে মোঃ আলমগীর, মোঃ শফিউল, মোঃ দিদারুল আলম, মোঃ নুরুল আবছার, মোঃ রাশেদুল ইসলাম, মোঃ শহিদুল আলম, মোঃ নাছির ও মহিলা মেম্বার রোকসানা বেগম, আইশা আমান, বিবি আয়শা শিল্পী, সচিব মোঃ আবু তৈয়ব এবং ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার মোঃ সফিউল আলম। একইদিন মেখল ও নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্যর‍্যালিও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মেখল ইউনিয়নের ৭৫ জনপ্রবীণেরমাঝে কম্বল ও ৭৮জন প্রবীণকে ভাতা প্রদান করাহয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার মেখল, গুমান মর্দ্দন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরইউনিয়নঃ

তিনটি ইউনিয়নে তিনটি স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের ১৩ ফেব্রুয়ারী মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ১৯ ফেব্রুয়ারী পেশকারহাট টাইগার ক্লাব প্রাঙ্গণ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ইসলামিয়া আলিম মদ্রাসা প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়বেটিকস, দন্ত এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে বিনামূল্যে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ২৮১জন, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২০৫জন এবং নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নে ২১০ জনসহ ৬৯৬ মোট জন রোগী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে গত তিনমাসে ২৩১টি স্ট্যাটিক ও ৬০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৪২২৫জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ১০৩৪জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ৪৪৪টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আয়োজনে আয়রন ক্যাপসুল, ফলিক এসিড ও জিংক ১০০৯০টি, পুষ্টিকণা ১৫৭২টি, ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ১১৭১৫টিও কৃমিনাশক ৪০৬৫টি বিতরণ করা হয়। তিনটি ইউনিয়নে সম্পন্নকৃত স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্পে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমানমর্দন ইউনিয়ন ও নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় শিক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে স্থানীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

চট্টগ্রামহাটহাজারীউপজেলার মেখল, গুমানমর্দন ইউনিয়ন ও নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীনসমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় শিক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগে বৈকালিকশিক্ষাসহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মহান স্বাধীনতাদিবস পালন উপলক্ষে ২৬শে মার্চ আলোচনা সভা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।প্রতিযোগিতায়অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদানকরাহয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যুব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো'

যুবদের টেকসই আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঘাসফুলের বাস্তবায়নে এবং পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪-১৫ ও ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী। এতে নিয়ামতপুর ইউনিয়নের ১০আদিবাসীসহ মোট ৫০ জন যুব নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে মোট ২টি ব্যাচে নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি কার্যালয়ে প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ কহিনূর ইসলাম ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে মেখল ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কার্যালয়, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ও নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি কার্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী, হাঁস-মুরগী পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট ও ট্রাইকো কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫টি ব্যাচে ১২৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে উভয় ইউনিয়নের ১২৫জন ঋণ গ্রহণকারী ও সম্ভাব্য ঋণ গ্রহণকারী সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা কৃষি অফিসার মো: আল মামুন সিকদার, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ সুজন কানুনগো ও নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকতা মো: কামরুল হাসান। এসময় উপস্থিত ছিলেনসমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, মোহাম্মদ রিদুওয়ান, মোঃ কহিনূর ইসলামসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ।

কেস স্টাডি

মোহাম্মদ কহিনুর ইসলাম
প্রকল্পসমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

তুলসির স্বপ্ন

আদিবাসী মেয়ে তুলসি কুজুর, পিতা-শ্রী যীশু কুজুর, মাতা-শ্রীমতি রুপমনি, গ্রাম-সামরা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ। তুলসির বাবা দিনমজুর, মা গৃহীনি। দুই ভাইবোনের মধ্যে তুলসি বড়। তুলসি জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী, তার ডান হাত নাই। তুলসি ২য় শ্রেণীতে পড়ে। পড়ালেখার প্রতি তুলসির আগ্রহ অনেকে বেশী। তুলসি সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের নিয়মিত ছাত্রী। তুলসির স্বপ্ন পড়ালেখা করে বড় হয়ে শিক্ষক হবে। অভাবের সংসারে দুই সন্তানকে নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করছে। কষ্টের মধ্যেও তুলসির পিতা-মাতার স্বপ্ন তুলসি যেন পাড়ালেখা শিখে নিজের পায়ে দাড়াতে পারে। তুলসির মা বলেন, আমরা গরিব মানুষ মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে পারি না তাই ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কেন্দ্র থাকায় আমার মেয়েকে আর প্রাইভেট পড়াতে হয় না। ঘাসফুলের শিক্ষিকা খুব ভালো। শিশুদের সুন্দরভাবে পড়ায়। এই শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ে আমার মেয়ে তুলসি আগের চেয়ে পড়ালেখায় অনেক উন্নতি করেছে। তুলসি ঘাসফুলের ক্রীড়া ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রথম পুরস্কার অর্জন করে খুব আনন্দ পেয়েছে। আগে মাঝে মাঝে তুলসি স্কুলে যেতো না মন খারাপ থাকত কিন্তু এখন তুলসি আর স্কুল মিস করে ন। তুলসির পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ তৈরির মূলে রয়েছে ঘাসফুলে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র কারণ সেখানে পড়তে তুলসি খুব আনন্দ পায়। তুলসির মতো সকলেই যেন পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হয় এটাই আমাদের কাম্য।

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩১জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ১,৯৬,৫০০/-(এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা বয়স্কভাতা ও ৭জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ১৪,০০০/- (চৌদ্দহাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৭৭জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল ওয়াশ প্রকল্প সংবাদ

ইউসিসি সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "ইউ জঁৎধষ ডধংয ভড়ৎ ঐঁসধহ ঈধঢ়রঃধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চৎড়লবপঃ এর ইউসিসি সভা গত ২৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী ভিক্টোরিয়া কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসিম উদ্দিন। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিন। সভায় ০৭টি সংস্থার ৩৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক ও সাতজন ফোকাল পার্সন উপস্থিত ছিলেন।

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিনমাসে ৩৯টি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেকওয়ার্ড, ফরোয়ার্ড মার্কেট লিংকেজ এবং মার্কেট উন্নয়নে সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য, খামারী এবং এলএসপিদের (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) কর্মকান্ড সর্ম্পকে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে ৪৬৮জন পুরুষ ও ৩১২জন নারীসহ মোট ৭৮০জন অংশগ্রহণ করেন।

টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার নওগাঁ সদরে ১২৯ টি, মান্দা উপজেলায় ১৩১ টি, বদল গাছিতে ১২৪ টি, মহাদেবপুর ১৩১ টি এবং পত্নীতলায় ১১৭ টি মোট ৬৩২ টি টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ৫৯৭,৮৭২ মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত তিনমাসে আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে হাঁস ও মুরগীর পালনকারীদের নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ৪২টি, মান্দা উপজেলায় ৪৩টি, বদল গাছিতে ৪৫টি, মহাদেবপুরে ৪১টি ও পত্নীতলায় ৪০টি মোট ২১১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৪২২০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণ।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসপিদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার এলএসপিদের হাতে কলমে ১৮টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট এলাকার এলএসপি ও উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাগণ কমিউনিটিতে গিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে ৪০জন এলএসপি অংশগ্রহণ করেন।

ফিড প্রমোশনে ভতুর্কি/অনুদান

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার ১৬জন নারিশ পোল্ট্রি ফিড (হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি) বিক্রেতার মাঝে মোট ২৫৪টন (প্রতি কেজি ০.২৫ টাকা হারে, মাসে ১টন) ফিড প্রমোশনের মোট ৬৩,৪৫৩/- (তেষট্টি হাজার চারশত তিপান্ন) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়ন

গত তিন মাসে মান্দা উপজেলায় ১টি, মহাদেবপুর উপজেলায় ২টি ও পত্নীতলা উপজেলায় ১টিসহ মোট ৪টি ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়ন করা হয়। এই ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়নের জন্য২৯,৪৯৮/- (উনত্রিশ হাজার চারশত আটানব্বই) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

সোনালী মুরগীর (১০০) 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় বদলগাছি উপজেলায় ০৭জন,নজিপুর-০৬, মান্দা-০৫ মহাদেবপুর-০৩ এবং নওগাঁ সদর-০২ উপজেলায় মোট ২৩ জন খামারীকে সোনালী মুরগীর (১০০) 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচ শত) করে টাকা মোট ৫৭,৫০০/- (সাতান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

জৈবসার কারখানার উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে প্রাণীর বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর লক্ষ্যে জৈব সার উৎপাদনকারী কারখানাসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে নওগাঁ সদর উপজেলায় ০১ টি জৈবসার কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় মহাদেবপুর উপজেলায় ০১টি হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ করা উন্নয়ন করা হয়েছে। হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ মালিকের সাথে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যেখানে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের উৎপাদিত নিরাপদ পণ্য পোল্ট্রি চেইন শপে বিক্রি করা হবে। এতে করে খামারী মাংসের জন্য মুরগীপা-লনেও আগ্রহী হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কন্ট্রাক্ট ফার্ম উন্নয়ন

নওগাঁ সদরে ৯০জন খামারীর সাথে কন্ট্রাক্ট করে তাদের ফার্ম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত খামারীদের প্রত্যেককে খামারের এ-এঅচ-এর ১২টি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) করে অনুদান (কিচেন শপ, ফ্রাইড চিকেন শপ, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের উন্নয়ন) প্রদান করা হয়।

ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা সম্পন্ন

গত ২৮ ডিসেম্বর"নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় আরএমটিপি প্রকল্পের ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ০২টি সমন্বয় সভা নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্ত ডাঃ মোঃ আবু তালেব, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন সদস্য, মার্কেট এক্টরসহ প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

পারিবারিক পর্যায়ে মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে নওগাঁ সদরে ০২ টি এবং মান্দা উপজেলায় ০১ টি মোট ০৩ জন উপকারভোগী সদস্যের মাঝে পারিবারিক মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয় ।জনপ্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) করে টাকা মোট ১৫০০/- (এক হাজারপাঁচশত) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

দেশি মুরগির মডেল ঘর তৈরিতে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান

পাঁচটি উপজেলার মোট ৫জন সদস্যকেদেশি মুরগির মডেল ঘর তৈরীর ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয় ।জনপ্রতি ২০০/- (দুইশত) করে টাকা মোট -১০০০/- (এক হাজার) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

খামারীদের গ্লোবাল গ্যাপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

গত তিন মাসে পাঁচটি উপজেলায় ২৮টি ব্যাচে ৫৬০জন খামারীদের (পারিবারিক এবং বাণিজ্যিক) গ্লোবাল গ্যাপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো মাস্টার টেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ডাঃ মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন মন্ডল, ডাঃ মোঃ উজ্জল হোসেন ও মোঃ শাহাদাত হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায় ও বিডিও মোহাম্মদ শফিকুল গনি।

নারায়ণ চন্দ্র রায়
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
আরএমটিপি।

পেকিন হাঁস চাষে সফল উদ্যোক্তা মোছাঃ জয়নব আক্তার

মোছাঃ জয়নব আক্তার, স্বামী ঃ মোঃ তসলিম উদ্দিন। নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর উপজেলার হাপানিয়া ইউনিয়নের নারচি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন দেশি হাঁস পালনকারী চাষী। হাঁস ও ডিম বিক্রি করে কোন রকমে সংসার চালাতো। এক পর্যায়ে তিনি ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্পের কথা জানতে পারেন। জয়নব আক্তার আরএমটিপি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্মকর্তারা তাকে আরএমটিপি প্রকল্পের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেন। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর কর্মকর্তারা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান করেন, একপর্যায়ে তাকে আয় বৃদ্ধির জন্য দেশি হাঁসের পাশাপশি পেকিন হাঁস চাষের খামার করার পরামর্শ দেন। তিনি ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্প থেকে ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকার পেকিন হাঁস ক্রয়ের জন্য অনুদান গ্রহণ করেন। সেই টাকা দিয়ে হাঁস ক্রয় করেন বর্তমানে তাঁর খামারে পেকিন হাঁস রয়েছে এবং হাঁসগুলো প্রতিদিন ৫০টি করে ডিম পাড়ে। ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে জয়নাব আক্তারের উৎপাদিত হাঁসের বাচ্চা ও ডিম স্থানীয় বাজার ও হ্যাচারীতে সরবরাহ করা হয়। জয়নব আক্তার প্রতিটি ডিম ২৮ টাকা করে হ্যাচ-ারীতে বিক্রি করেন। ডিম বিক্রি করে বর্তমানে মাসে গড়ে আয় ৪৫,০০০/-(পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা। বাড়তি আয় সংসারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করেন। তিনি খুব খুশি।

জয়নাব আক্তারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো খামারে দেশি হাঁসের পাশাপাশি পেকিন হাঁসের পালন আরো বৃদ্ধি করবে। তিনি নিজেই ডিমফুটানোর যন্ত্র দিয়ে পেকিন হাঁসের বাচ্চা ফুটাবেন এবং তা বাজারে সরবারহ করবেন। বর্তমানে তাকে দেখে এলাকার অনেকই পেকিন হাঁস পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

জয়নাব বেগম ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, আমি ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ ঘাসফুল আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি আশা করবো ঘাসফুল এইভাবে সবসময় আমার মতো আরো দরিদ্র নারীদের পাশে থেকে তাদের স্বাবলম্বী হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন।

তিনি ঘাসফুলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নারীরা সমাজের বোঝা নয়, সুযোগ পেলে দক্ষতার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে নারী, কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে তৃণমুলের জনগোষ্ঠিকে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে।ঘাসফুল চজওঝঊ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

গত ২৪ মার্চ উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে ব্র্যাক-ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রকল্পের ২০০জন শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতর চট্টগ্রাম জেলার উপপরিচালক মোঃ ফরিদুল আলম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃজসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম জেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন, ব্র্যাকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম মজুমদার। ঘাসফুল চজওঝঊ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০ জন শিক্ষার্থীকে মোবাইল সার্ভিসিং, টেইলারিং এন্ড ড্রেসমেকিং (পুরুষ-মহিলা), বিউটিফিকেশন ও আইএসটিসহ পাঁচটি কারিগরী ট্রেডে সর্বমোট ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। শিক্ষার্থীরা এ সনদ গ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক হিসেব গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এ কর্মসূচি দেশের উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি গঠনে যুগান্তরী ভূমিকা রাখবে।

সমাপনি বক্তব্যে ঘাসফুল'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ঘাসফুল চজওঝঊ প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের নারী-কিশোরীরা। নারীরা সমাজের বোঝা নয়, সুযোগ পেলে দক্ষতার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে নারী,কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হবে শিক্ষার্থীরা। তাদের এ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে এ আমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের স্কীলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের জেলা ব্যবস্থাপক তনুজ হালাদার ও ঘাসফুলের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার নিবেদিতা পাল। অনুষ্ঠানে এমসিপি,অভিভাবক, প্রকল্পের কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ারায় সফটস্কিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১৮ জানুয়ারী চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন (চজওঝড) প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত "সফটস্কিল প্রশিক্ষণ" কার্যক্রম পরিদর্শনে করেন সংস্থার প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব সাদিয়া রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক (চট্টগ্রাম জোন) মোঃ শামসুল হক এবং প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পঁচিশ জন প্রশক্ষাণার্থী, প্রোগ্রাম অফিসার মেজবাহ উদ্দিন, প্রশিক্ষক নুসরাত জাহান পরিদর্শক দলকে স্বাগত জানান।

সাদিয়া রহমান প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকের ভবিষ্যত লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানতে চান এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণে কোনধরণের সমস্যা রয়েছে কিনা তার খোঁজ খবর নেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাবলম্বী করতে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং সকলকে একেকজন সফল নারী হিসেবে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আহবান জানান।

চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্নস্থানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রাইজ চজওঝড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন স্থানেমোবাইলফোন সার্ভিসিং, কম্পিউটার, বিউটি পার্লারও টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত ২২ জানুয়ারি সংস্থার প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচা-লক সাদিয়া রহমান এইসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রগতির বিষয়ে কথা বলেন এবং সরজমিনে কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, ব্র্যাক এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার তনুজ হালদার।

প্রাইজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ইউনিসেফ এর স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ

ব্র্যাক এর সহায়তায় পরিচালিত ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে গত ২৫ জানুয়ারীঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রেরিত জরুরী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঘাসফুলের কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক এর চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধি এনামুল হাসান, ব্র্যাক স্কীলস ডেভলপমেন্ট কর্মসূচি'র আরএম. মোঃ রায়হান চৌধুরী, ডিএম তনুজ হালদার, মাইগ্রেশান কর্মসূচি'র আরএম. মোঃ হামিদ, ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, মানবসম্পদ এন্ড প্রোগ্রামস) সাদিয়া রহমান ও ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ। আলোচনাপর্ব শেষে ১৮জন প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ১৫টি আইটেম সম্বলিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ হয়।

উল্লেখ্য PRISE কর্মসূচি'র মোট ২০০জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে এধরণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কিট বকস তুলে দেয়া হবে।

ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে ইউনিসেফ কর্মকর্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ ও প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৩১ জানুয়ারী ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রাইজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক প্রেরিত জরুরী স্বাস্থ্য সুরক্ষার কিট-বক্স বিতরণ ও সরজমিনে কার্যক্রম পরিদর্শনে করেন ইউনিসেফ চট্টগ্রাম ফিল্ড অফিসের এডুকেশন অফিসার আফরোজা ইয়াছমিন।

একইদিন সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়তলী ফিরোজশাহ কর্ণেলহাট ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে জরুরী স্বাস্থ্য সুরক্ষার কিট-বক্স বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের ফোকাল পার্সন সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের ডিএম. তনুজ হালদার, ঘাসফুলের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনূর রশিদ, সুপার-ভাইজার কিশোয়ার নাজ সুজানা ও নিবেদিতা পাল।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ শেষে ইউনিসেফ কর্মকর্তা ব্র্যাক ও ঘাসফুলের প্রতিনিধিদেরকে সাথে নিয়ে নিকটস্থ কর্ণেলহাট শপিং সেন্টারে মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখনকর্ম পরিদর্শনে যান। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও সুরক্ষায় উৎসমূলক পরামর্শ প্রদান করেন এবং এমসিপিদের সাথে আলোচনা করেন। তিনি বলেন চজওঝউ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন সংস্থা সমূহের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠিকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে চট্টগ্রাম নগরীর অক্সিজেন টাইগারপাস ও আনোয়ারা কেন্দ্রে

ইউনিসেফের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কিট-বক্স বিতরণ

ঘাসফুল চজওঝাউ প্রকল্পের চট্টগ্রাম নগরীর অক্সিজেন কেন্দ্রের ৪৩জন এবং টাইগারপাস কেন্দ্রের ৪৪জনসহ মোট ৮৭জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রেরিত জরুরী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ করা হয়। ঘাসপুল অকসিজেন শাখায় আয়োজিত ১লা ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্য সুরক্ষার কিট বকস বিতরণী অনুষ্ঠান দু'টিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রেরণামুলক বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক ম্যানেজার তনুজ হালদার ও ঘাসফুলের ম্যানেজার (এডমিন) সৈয়দ মামুনুর রশিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাইজ প্রকল্পের সুপারভাইজার মুশফেকা খানম জেবা, নিবেদিতা পাল, ঘাসফুল অক্সিজেন শাখার হিসাবরক্ষক রোজিনা আক্তার।

আনোয়ারায়প্রাইজ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝেস্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ

১১ ফেব্রুয়ারীঘাসফুল চজওঝাউ প্রকল্পের চট্টগ্রাম আনোয়ারা উপজেলাস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৫০জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রেরিত জরুরী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট-বক্স বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষাকিট-বক্স বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম এবং ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক ম্যানেজার তনুজ হালদার ও প্রোগ্রাম অফিসার মেজবাহ উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

ব্র্যাক-ইউনিসেফ-PRISE প্রকল্প বাস্তবায়নে ২য় পেইজের চুক্তি সম্পাদন

ব্র্যাক-ইউনিসেফ-চজওঝউপ্রকল্প বাস্তবায়নে গত ২১ মার্চ ঢাকাস্থ ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে ঘাসফুল এর সাথে চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এর পক্ষে সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী এবং ব্র্যাকের পক্ষে ব্র্যাক স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের হেড অব অপারেশন মোঃ আল ইমরান, মোঃ রেজাউল মজিদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মশিউর রহমান এবং ডেপুটি ম্যানেজার শরীফ আহমেদ নাঈম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও চজওঝউপ্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি সমাজে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শহর ও গ্রামে একযোগে কাজ করছে। ঘাসফুল অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রকল্পের প্রথম পেইজ সম্পন্ন করে দ্বিতীয় পেইজের কাজ শুরু করবে। উল্লেখ্য, ঘাসফুল প্রাইজ (চজওঝউ) প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৩টি ওয়ার্ড এবং আনোয়ারা উপজেলায় বাস্তবায়ন করবে। ধরণের সমস্যা রয়েছে কিনা তার খোঁজ খবর নেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাবলম্বী করতে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং সকলকে একেকজন সফল নারী হিসেবে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আহবান জানান।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংবাদ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, নাজমুল হাসান পাটোয়ারি, রাহেনা বেগম প্রমুখ।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Microfinance Management	০৭ ফেব্রুয়ারী- ০৬মার্চ, ২০২৪	১৫	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
The International Humanitarian Law	০৭ মার্চ, ২০২৪	০১	NGO Platform

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকার ভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৫৯২ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৭২ জন
পরিবার পরিকল্পনা	৫১৮জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৫৭১জন
হেলথ কার্ড	৯২৪টি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। গত তিনমাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার, নাচোলওসরাইগাছিশাখায় মোট ৫টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা (জন)	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা (জন)	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (জন)
সাপাহার	৩	৪৯২	৭৬	৪৮
নাচোল	১	১৩২	১৮	১০
সরাইগাছি	১	১০৮	১০	০৪
মোট	০৫	৭৩২	১০৪	৬২

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌস মাওয়া ম্যাডামের মাতা ১২ মার্চ ইন্তেকালকরেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থয়ান ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তকরণ বিভাগের ত্রৈমাসিক কর্মশালা সম্পন্ন

ঘাসফুল কর্ম-এলাকা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল এরিয়ায় গত ১৩ জানুয়ারী ত্রৈমাসিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়। এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিমের সঞ্চালনায় উক্ত কর্মশালায় নাচোল এরিয়ার সকল শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা হিসাবরক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ভাল ফলাফল অর্জনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল, ফেনী এরিয়া অফিসে ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার তাঈম-উল-আলম। ফেনী এরিয়ার সকল শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা হিসাবরক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ভাল ফলাফল করায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গত ০৮ মার্চ ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থয়ান ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তকরণ বিভাগের চট্টগ্রাম সিটি উত্তর ও দক্ষিণ এরিয়ার ত্রৈমাসিক কমর্শালা অনন্যা আবাসিকের নিকটস্থ সংস্থার অক্সিজেন শাখায় সম্পন্ন হয়। কর্মশালায় সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, রাহেনা আক্তার এবং ১৪টি শাখার ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক ও সহকারী কমর্কতাগণ অংশ নেন। কর্মশালা শেষে শাখা পর্যায়ে ভালো পারফর্মেন্সের জন্য সফল কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

গত ০৯ মার্চ ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থয়ান ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তকরণ বিভাগের চট্টগ্রাম জোনের হাটহাজারী ও কাট্টলী এরিয়ার ত্রৈমাসিক কমর্শালা অক্সিজেন শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, হাটহাজারী এরিয়ার ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দীন, কাট্টলী এরিয়ার ম্যানেজার মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা হিসাবরক্ষক ও সহকারী কমর্কর্তাসহ ১২টি শাখার মোট ৭২জন কর্মকর্তা অংশ নেন। কর্মশালা শেষে শাখা পর্যায়ে ভালো পারফর্মেন্সের জন্য সফল কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৩১৮
সদস্য সংখ্যা	৭৯৬৭২
সঞ্চয় স্থিতি	৯০৪৬৩০০৭৬
ঋণ গ্রহীতা	৫৭৬৫৮
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৮৪৬৪৫১৮৭০০
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৬২১৬৮৭০৬৮৮
ঋণ স্থিতিরপরিমান	২২৪৭৬৪৮০১৩
বকেয়া	১২১৪০৪৩৬৬
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১২৪ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে।ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৪১৮৭৮০ টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৮২৬৬৮৭ টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৬২০০০০ টাকা।

ইনসেপসান ওয়ার্কশপ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP Drought) প্রকল্পের Inception Workshop ১৫ ফেব্রুয়ারী গ্র্যান্ড রিভারভিউ হোটেল, কাজী হাটা, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Inception Workshop-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, এবং সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন নওগাঁ, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার ১৪টি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত পিকেএসএফ'র সহযোগী সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণও সংযুক্ত ছিলেন। ঘাসফুলের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কেএমজি রববানী বসুনিয়া উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমদ প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে উপস্থাপন করেন এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান পিকেএসএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ তুলে ধরেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম-এলাকায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃভরণ, পুকুর ও খাল পুনঃখনন এবং খরা সহনীয় ফসলের চাষ সম্প্রসারণ এর উপর কাজ করা হবে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নওগাঁ জেলায় নিয়ামতপুর উপজেলার ০১,০২,০৩, ০৪ নং ইউনিয়নে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম-এলাকায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃভরণ, পুকুর ও খাল পুনঃখনন এবং খরা সহনীয় ফসলের চাষ সম্প্রসারণ এর উপর কাজ করা হবে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নওগাঁ জেলায় নিয়ামতপুর উপজেলার ০১,০২,০৩, ০৪ নং ইউনিয়নে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা... *শেষ পৃষ্ঠার পর*

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ সেবক কলোনীতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারআয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

Extended Community Climate Change Project
বাস্তবায়নে পিকেএসএফ ও ঘাসফুলের চুক্তি স্বাক্ষর

খরা-পীড়িত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় Extended Community Climate Change Project- Drought (ECCCP-Drought) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৩ মার্চ পিকেএসএফ ও ঘাসফুলের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এদিন পিকেএসএফ ভবনে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঘাসফুলসহ দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ১৮টি বেসরকারি সংস্থার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্প ফোকাল পার্সনদের ওরিয়েন্টেশনও সম্পন্ন হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এবং মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষে সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, ঘাসফুল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সহকারী পরিচালক প্রকল্প ফোকাল পার্সন কেএমজি রববানী বসুনিয়া।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা-পীড়িত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) Extended Community Climate Change Project- Drought (ECCCP- Drought) শীর্ষক প্রকল্প গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এর সহ-অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ECCCP- Drought প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা-পীড়িত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) Extended Community Climate Change Project- Drought (ECCCP- Drought) শীর্ষক প্রকল্প গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এর সহ-অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ECCCP- Drought প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

প্রকল্পটি বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্ত নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পে প্রস্তাবিত প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো; বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, 'ম্যানেজ্‌ড এ্যাকুইফার রিচার্জ সেন্টার' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা, পুকুর ও খাল পুনর্খনন এবং পুকুরভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃভরণ করা। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় খরা-অভিযোজনক্ষম ফসল বিন্যাস এবং ফলজ/বনজ বৃক্ষরোপণ করা হবে।

প্রকল্পটি বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্ত নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পে প্রস্তাবিত প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো; বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, 'ম্যানেজ্‌ড এ্যাকুই-ফার রিচার্জ সেন্টার' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা, পুকুর ও খাল পুনর্খনন এবং পুকুরভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃভরণ করা। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় খরা-অভিযোজনক্ষম ফসল বিন্যাস এবং ফলজ/বনজ বৃক্ষরোপণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ বিপন্নতা রোধকল্পে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মকৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করে সেগুলো বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এ প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে থাকা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র, বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরণ ও কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ... শেষ পৃষ্ঠার পর

চট্টগ্রামের দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারি পরিচালক মোহাম্মদ শামসুল হক, সাদিয়া রহমান, খালেদা আক্তার, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ, ব্যবস্থাপক (হিসাব) মোস্তফা জামাল উদ্দিন, শিপ্রা বড়ুয়া, কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপক ইরফান বিন মফিজ, সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, নাছিমা আক্তার রুনা, কর্মকর্তা নারগিছ আক্তার, আবদুর রহমান, খোরশেদ আলম, সুমন দেব, প্রাইজ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার মেজবাহ উদ্দিন, নিবেদিতা পাল, মোশফেকা খানম জেবা, কিশোয়ার নাজ সুজানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ঢাকা আজিমপুর কবরস্থানে মরহুমা পরাণ রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন

অন্যদিকে সকাল ৯:০০টায় পরাণ রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংস্থার উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার মকছুদুল আলম কুতুবী, শাখা ব্যবস্থাপক মো: তৈয়ব আলমগীর, মো: ইসরাইল হোসেন, কর্মকর্তা ইবনুল আরাত ও আদিবা তারান্নুম প্রমুখ।

নওগাঁয় খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল

সংস্থার নওগাঁ জোনাল অফিসে প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৯ম মৃতুবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সহকারি পরিচালক (নওগাঁ জোন) সাইদুর রহমান খান, এলাকা ব্যবস্থাপক মোঃ শরীফ আহমেদ, এমআইএস ব্যবস্থাপক মোঃ শাহাদাত হোসেন হীরা, এমআইএস কর্মকর্তা মোঃ শরীফ, টেকনিক্যাল অফিসার (এসইপি) এস.এম কামরুল হাসান, শাখা ব্যবস্থাপক

চট্টগ্রাম বাওয়া এতিমখানায় শিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরণ

মোঃ আবুল কালাম আজাদসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সবশেষে একইদিন বেলা ১:৩০টায় চট্টগ্রাম নগরীর নন্দনকানস্থ বাওয়া এতিমখানার শিশুদের মাঝে দুপুরের খাদ্য বিতরণ করেন ঘাসফুলের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান। এছাড়াও চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িতে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলেদোয়া মাহফিল ও শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকীতে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করা করা হয়। এমআরএ এর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে প্রকাশিত এক বার্তায় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়াত পরাণ রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

Microcredit Regulatory Authority
27m ·

অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান "ঘাসফুল" এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর নবম মৃত্যু বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটর অথরিটি'র (এমআরএ) ফেইজবুক পেইজে পরাণ রহমানের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২২ বছর

চট্টগ্রাম, ঢাকা ও নওগাঁয় ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন:

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরণ ও কবরে পুস্পস্তবক অর্পণ

চট্টগামে চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান ১৯৪০ সালে ১লা জুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন মানবহিতৈষী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হন। তিনি নারী উন্নয়ন, কমিউনিটি উন্নয়ন, প্রবীণ অধিকার, দলিত সম্প্রদায়; সুইপার, জেলে, হরিজনদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও অধিকার আদায় এবং একাত্তরে নির্যাতিত বীরাঙ্গনাদের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। সমাজের বিভিন্ন অনিয়ম, অসঙ্গতি, উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার লেখা ছয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় পরাণ রহমানকে বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করেন।

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকীতে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সংস্থার চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে এবং নওগাঁ জেলার জোনাল অফিসে একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সকাল ৯:০০টায় সংস্থার ঢাকা জোনের কর্মকর্তাগণ গভীর শ্রদ্ধায় আজিমপুর কবরস্থানে মরহুমার কবরে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। ◢ *বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন*

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে ক. গ্রুপে ০৩জন ও খ. গ্রুপে ০৩জন করে মোট ০৬ জন শিক্ষার্থীকে ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অধিকারী হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামসহ স্কুলের শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দ।

◢ *বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন*

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

প্রকাশনা : **ঘাসফুল**, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org